সাপ্তাহিক পত্রিকা
your campaig
POTRIKA ■ London ■ Issue 975 ■ Tuesday ■ 31 May - 06 June 2016

ইইউর সাথে থাকতে রুশনারা আলীর জোর আহবান

নাইজেল ফারাজরা ইমিগ্রেন্টদের বন্ধু নয়

পত্রিকা রিপোর্ট

লন্ডন, ৩০ মে : ব্রিটেন ইউরোপিয় ইউনিয়নে (ইইউ) থাকবে কী, থাকবে না- এ প্রশ্নে গণভোটভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৩ জুন। বাংলাদেশি কমিউনিটির ভোটারদের ইইউতে থাকার পক্ষে (ভোট রিমেইন) ভোট দেয়ার জোর আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা আলী। তিনি বলেন, যারা ইইউ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রচার চালাচ্ছে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইমিগ্রেশন বিরোধী দল নাইজেল ফারাজ। রুশনারা বলেন, নাইজেল ফারাজের মত উগ্রবাদী লোক কখনো বাঙালি কিংবা ইমিগ্রেন্টদের বন্ধু হতে পারে না।

» ১৫

ning newspaper

১৭ - ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বাংলা

ইইউর সাথে থাকতে রুশনারা আলীর জোর আহবান

কারী শিল্পে স্টাফ সংকটের অজুহাত দেখিয়ে বাঙালি কমিউনিটির যারা ইইউ ছাড়ার পক্ষে (ভোট লিভ) প্রচারে নেমেছেন, তাদের সতর্ক করে দিয়ে রুশনারা আলী বলেছেন, বর্তমান টোরি সরকার যদি চায় বাংলাদেশ থেকে লোক আনতে তাহলে তারা এখনই আনতে পারে। এ জন্য ইইউ ছাড়ার প্রয়োজন হয় না। রুশনারা বলেন, ইইউ ছাড়লে যে বাংলাদেশ থেকে লোকা আনা বেড়ে যাবে- এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তীহীন এবং মিথ্যা। এমন মিথ্যা আশ্বাসের ফাঁদে পড়ে বাঙালিরা যাতে ইইউ ছাড়ার জন্য মনস্থির না করে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

গত বুধবার (২৫ মে) সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুশনারা আলী এসব কথা বলেন। বিরোধী দল লেবার পার্টির এমপি রুশনারা আলীকে সম্প্রতি বাংলাদেশ বিষয়ক বিশেষ বাণিজ্যিক দূত হিসেবে নিয়োগ দেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। নতুন এই দায়িত্ব পাওয়ায় রুশনারা আলীর সম্মানে ওই ভোজ সভার আয়োজন করে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউকেবিসিসিআই)। বক্তব্যে রুশনারা তাঁর নতুন দায়িত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

রুশনারা আলী বলেন, লেবার সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন বাংলাদেশ ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে রেস্টুরেন্ট খাতসহ ইমিগ্রেন্টরা ব্যবসা করেন এমন খাতের জন্য সহজেই লোক আনা গেছে। ফলে টোরি সরকার যদি চায় তাহলে এখনো তারা বিদেশ থেকে দক্ষকর্মী নিয়ে আসতে পারে। এজন্য ইইউ ত্যাগ করার প্রয়োজন পড়ে না। যারা ইইউ ত্যাগ করতে চাচ্ছেন তারা আসলে ইমিগ্রেশন বিরোধী উল্লেখ করে রুশনারা আলী বলেন, ব্রিটেনে ইমিগ্রেন্টদের অনেক অধিকার ইইউ আইনদ্বারা সুরক্ষিত। ইইউ ছাড়লে ব্রিটেনের সার্বিক অর্থনীতি ধসে পড়ার পাশাপাশি ইমিগ্রেন্টরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বেন। কারণ ইমিগ্রেশন বিরোধীলাই কেবল ব্রেক্সিট চাচ্ছেন।

রুশনারা বলেন, ইইউতে যুক্তরাজ্য কনমওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মুখপত্র হয়ে কাজ করে। বাংলাদেশের মত দেশ যুক্তরাজ্য থেকে সরাসরি সাহায্য পাওয়ার পাশাপাশি ইইউ থেকেও সহায়তা পেয়ে পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশ বিষয়ক যুক্তরাজ্যের বিশেষ বাণিজ্যিক দূত রুশনারা আলী বলেছেন, সুশাসন বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দেখার সুযোগ নেই। সুশাসন, শ্রমিকের জীবনমান এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত এমপি রুশনারা আলী বলেন, যখন আমাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই দায়িত্ব প্রস্তাব করা হয়, তখন শর্ত হিসেবে বলা হয়, শ্রমিকের জীবনমান, সুশাসন, মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের মত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রচার করা যাবে না।

তিনি বলেন, অনেক অবাক হয়েছেন কনজারভেটিভ সরকার কী করে আমাকে এই দায়িত্ব দিল। এটি জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার। বিরোধী দল থেকে অনেক এমপিকেই এমন দায়িত্ব দিয়ে থাকে সরকার।

রুশনারা বলেন, বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের রাজনীতিকদের সমর্থনের ফলে দুই দেশের মধ্যে অনন্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যা এখনো অটুট আছে। তিনি বলেন, খেয়াল রাখতে হবে এই বন্ধনে যাতে ফাটল না ধরে।

যুক্তরাজ্য মাঝে মাঝে বাংলাদেশের বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করে উল্লেখ করে রুশনারা বলেন, প্রয়োজনে এমন সমালোচনা জরুরি। কারণ সেখানে যা কিছু হচ্ছে তার সব সঠিক নয়; একইভাবে এখানে যে সবকিছু ঠিকঠাক হচ্ছে তাও কিন্তু নয়। কাজেই পারস্পরিক সমালোচনা থাকতে হবে এবং সেটাই সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে।

তিনি বলেন, ব্রিটিশ ভিসা কাটছাট নিয়ে বাংলাদেশিদের আপত্তি আছে। আরও যারা বাণিজ্যিক দূত হিসেবে কাজ করছেন তাদের নিয়ে ব্রিটিশ ভিসা নীতির বিষয়টি ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্ট (ইউকেটিআই) বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে আলাপ করেছেন জানিয়ে রুশনারা আলী বলেন, উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ থেকে যারা যুক্তরাজ্যের সাথে ব্যবসা করতে চাইবে, তাদের যাতে সন্দেহের চোখে দেখা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আবার বিশ্ববিদ্যায় ডিগ্রী যুক্তরাজ্যের একটি বড় রপ্তানি খাত। ফলে এমন কিছু করা যাবে না যাতে শিক্ষার্থীরা যুক্তরাজ্যের প্রতি আগ্রহ হারাতে বাধ্য হয়।

যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ বছরে ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন পাউন্ডের ব্যবসা করে উল্লেখ করে এই বাণিজ্যিক দূত বলেন, ২৪০টি ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে ৭টি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে ক্যাম্পাস খোলার পরিকল্পনা শুরু করছে বলে জানান তিনি।

শ্রমমান উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরঞ্জাম ও পরামর্শ সেবা দিতে পারে উল্লেখ করে রুশনারা বলেন, বিষয়টি এমন নয় আমরা কেবল একটি দেশকে সাহায্য করার জন্য এটা করছি। এটা আমাদের জাতীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপার।